আজকের কাগজ

তারিখ ... 11 MAR 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫....

যশোর শিক্ষা বোর্ড কেলেংকারি

ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বহাল নতুবা ঘুষের টাকা ফেরতের দাবি

যশোর থেকে মতিনুজ্জামান মিটু ঃ ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বহাল নতুবা ঘুষের টাকা ফেরতের দাবিতে গত বৃহস্পতিবার যশোর শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট ১৬টি জেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৯শ' শিক্ষক যশোর বোর্ডের গেস্ট হাউসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব গিয়াসউদ্দিন-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। একঘন্টা যাবত সাক্ষাতকালে শিক্ষক প্রতিনিধি দলের নেতা মিয়া মতিয়ার রহমান বোর্ডের নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা কর্মচারিদের দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, কর্মচারিদের প্রস্তাবমতো ভুয়া নিবন্ধন নম্বর নিয়ে অন্তত ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী ফরম পূরণ করেছে। এখন এগুলো বাতিল করা হলে শিক্ষকরা এলাকায় ফিরে যেতে পারবে না। তাদের জীবন বিপন্ন হবে। মতিয়ার রহমান এ সময় আরো বলেন, বিদ্যালয় পরিদর্শক ও অনুমোদন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা মোটা টাকা ঘুষ নিয়ে যদি বেআইনীভাবে শ' শ' স্কুল অনুমোদন দিতে পারেন তাহলে নিবন্ধন বহাল রাখতে বাধা কোথায়? তিনি জোর দিয়ে বলেন, হয় নিবন্ধন বহাল রাখা হোক না হয় শিক্ষকদের কাছ থেকে নেয়া উৎকোচের টাকা ফেরত দেয়া হোক। শিক্ষা যুগ্ম সচিব গিয়াসউদ্দিন শিক্ষকদের সকল কথা ধৈর্য্য সহকারে শোনেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করাবেন বলে আশ্বাস দেন।

শিক্ষা যুগ্ম সচিব গিয়াসউদ্দিন গতকাল দুপুর পোনে ২টায় যশোর শিক্ষা বোর্ডে আসেন। তিনি যশোর আসার পর পরই শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান হাসান ওয়ায়েদের কক্ষে বোর্ডের পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর বিকেল সাড়ে ৪টায় শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং সন্ধ্যায় শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধন, বিদ্যালয় অনুমোদন ও পরীক্ষা বিভাগের কর্মচারিদের সঙ্গে মিলিত হন।

গত কয়েকদিন যাবত দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভুয়া নিবন্ধন নম্বর ও ১শ' ২৪টি বিদ্যালয়ে বেআইনীভাবে ৯ম ও ১০ম শ্রেণী খোলার স্বীকৃতি দানের ঘটনা তদন্তের জন্য তিনি যশোরে আসেন।

এদিকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের ২ হাজার ৪শ' ৭৮টি স্কুলের মধ্যে ৪শ' ৮৯টি স্কুল নিবন্ধন নম্বর বাতিল হয়ে যাওয়ার ভয়ে গতকাল পর্যন্তও প্রিন্ট আউট জমা না দেয়ায় ঐ স্কুলসমূহের প্রকৃত প্রায় ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা দেয়ার বিষয়টিও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে প্রিন্ট আউট জমা দেয়ার জন্যে ঐ স্কুলগুলোর কাছে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে জরুরি চিঠি দিয়েছেন।